তেহট্ট সরকারি মহাবিদ্যালয়

বার্ষিক পত্রিকা

ধনধান্য

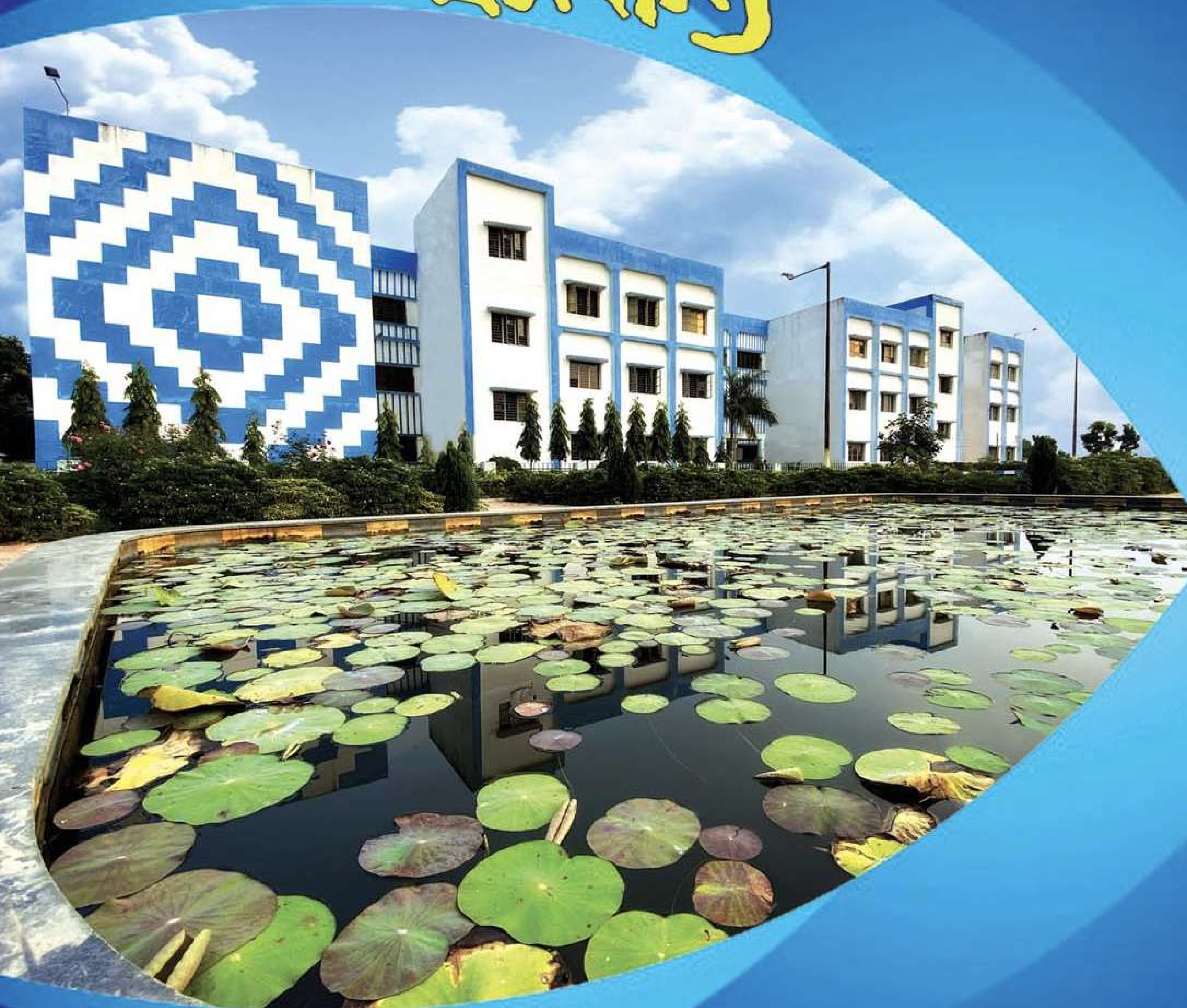

শিক্ষাবর্ষ ২০২১-২০২২

সরস্বতী পূজা

স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড সচেতনা শিবির

ধনধান্য

পঞ্চম সংকলন ২০২১-২০২২

তেহট্ট সরকারি মহাবিদ্যালয়
তেহট্ট, নদিয়া

ধনধান্য

পঞ্চম সংকলন ২০২১-২০২২

প্রকাশক ও সত্ত্বাধিকারী ঃ
ড. শিবশংকর পাল, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

প্রকাশকাল ঃ
২৮শে ফেব্রুয়ারী, ২০২২

প্রচ্ছদ ঃ আমাদের মহাবিদ্যালয়

নামাঙ্কন ঃ
ড. শিবশংকর পাল

বর্ণ সংস্থাপনে ঃ
মলয় দাস

সম্পাদক ঃ
অজয় মণ্ডল
নীতীশ ঘোষ

তেহট্ট সরকারি মহাবিদ্যালয়
তেহট্ট, নদিয়া

সূচি

নারী হেনস্থা—অমির সহেল সর্দার ১

পাখা—অমির সহেল সর্দার ১

নিলয়—শ্রীমনা বিশ্বাস ২

অচীন পাখি—শিবম মন্ডল ৩

AT LAST—*Sahin Aktar Molla* ৪

THE LIGHT, Supernatural—*Bidisha Pramanik* ৪

মা—বিদিশা প্রামাণিক ৫

প্রতিবেশী—স্বাগতা বিশ্বাস ৫

নগ্ন—ভাস্কর দেবনাথ ৬

সব ছেলেরা চাকরি পায় না—অন্তিম বিশ্বাস ৬

ছাত্র জীবন—অন্তিম বিশ্বাস ৭

Survival of life—*Mouli Biswas* ৮

অন্যের তরে বাঁচো—অর্ণবী বিশ্বাস ৯

আশা—পূজা পাল ৯

নিয়তি—দীপ মন্ডল ১০

সত্যই বিলাসি জীবন—আরোপ খান ১০

অনলাইন—গোপাল মণ্ডল ১১

আয়না—স্বাগতা বিশ্বাস ১২

অঙ্কন বিভাগ ১৩-১৪

ISBN (International Standard Book Number) in Book-Dr. Haridas Biswas ১৫-১৬

TEACHING STAFF ১৭-১৮

সম্পাদকীয়

দৈহিক পরিণমনে সময়ই যথেষ্ট। কিন্তু মননের ক্ষেত্রে সময় অপেক্ষা পরিমণ্ডল কার্যকরী শর্ত। আর এই পরিমণ্ডলের ভরকেন্দ্র, অবকাশ যাপনের ধরণ। যা থেকে শিল্প-সাহিত্যের জন্ম, মননের চর্চায় এই শিল্প-সাহিত্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিল্প একটি বিমূর্ত বিষয় হলেও প্রকাশের তাগিদে এর প্রকরণগুলি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা পায়। আবার সমাজ ও সময় বীক্ষণে এবং মনন চর্চার অনুধাবনে প্রকরণের ডালি আবশ্যক একটি মানদণ্ড। কলেজ পত্রিকা হলো এমনই একটি ডালি। যার গন্ধে একটি প্রজন্মকে চিহ্নিত করা যায়, আগামী দিনের গতিপথ অনুভূত হয়। আদর্শ সমাজ গঠনে এই অভিমুখটি জানা জরুরি। আর এই তাগিদকে সামনে রেখেই আমাদের কলেজের পঞ্চম বার্ষিক পত্রিকা 'ধনধান্য' এর আত্মপ্রকাশ ও পথচলা। এই পথের পথিক, পথপ্রদর্শক ও পাথেয় সংশ্লিষ্ট সকলকেই সম্পাদকদ্বয়ের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। চেষ্টা সত্ত্বেও কোথাও কোথাও মুদ্রণ প্রমাদ থাকলে, তার সম্পূর্ণ দায়ভার সম্পাদকদ্বয়ের।

অজয় মণ্ডল
নীতীশ ঘোষ

ড. শিবশংকর পাল
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

শুভেচ্ছা

জেগে উঠুন উদয়ন পণ্ডিতরা

প্রতি বছরের মতো এ বছরেও আমাদের বিদ্যাসত্রের প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রকাশিত হচ্ছে বার্ষিক সাংস্কৃতিক পত্রিকা 'ধনধান্য'-এমন বাঁধাগতের অত্যন্ত না-পসন্দ বুলিটি এ বছর বলতে পারলে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেতাম। কিন্তু কথা হলো গত দু'বছরে করোনা অতিমারির কারণে সর্ব স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক পঠনপাঠন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় 'ধনধান্য' প্রকাশও সম্ভবপর হয়নি। কলেজের বার্ষিক সাংস্কৃতিক পত্রিকা প্রকাশিত না হলে ইতর বিশেষ কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না - এমন ভাবনার সঙ্গে আমি একমত নই। কারণ, শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশের দিকটা এই ধরনের পত্র পত্রিকার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি; জানতে পারি ভবিষ্যতের রথের ঘোড়া কে বা কারা হবেন। প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রির বাইরে কাদের এবং কতটুকু আমরা তৈরি করতে পেরেছি তার হালহাদিশ জানারও উপায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক পত্রপত্রিকাগুলিই। আমার কাছে এই পত্রিকাগুলির মূল্য তাই একটুও কম নয়। কিন্তু বিশ্বব্যাপী অতিমারির কারণে আমরা কেবল দুবছর পিছিয়ে যাইনি, তছনছ হয়ে গিয়েছে আমাদের জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রগুলি। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রটি।

করোনা নামের অনুজীবটি প্রাকৃতিক, নাকি পুজি নিয়ন্ত্রিত মানবসভ্যতার কূট ষড়যন্ত্রের কারণে উদ্ভূত একটি অস্ত্র - এইসব ব্যাসকূটে না গেলেও বিভিন্ন স্তরের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এই প্রশ্নটা উঠছে। ওঠার কারণও আছে। বিশ্বব্যাপী অতিমারিতে সাধারণ মানুষ ভয়ংকরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও এক শ্রেণি ধনকুবেরের আরও ধনবৃদ্ধি ঘটেছে। গরিব-মধ্যবিত্ত গরিবতর হয়েছেন। সাধারণ মানুষের জীবনজীবিকা ভীষণভাবে বিপন্ন হয়েছে। আর মানুষের ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রগুলি সেই ধনকুবেরদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে - এমনটা আমরা চোখেও দেখতে পাচ্ছি, ঘরপোড়াদের মুখে শোনাও যাচ্ছে।

আমাদের দেশে প্রথম দফার লকডাউন চলাকালে দেখা গেছে পরিযায়ী শ্রমিকদের চরম দুর্দশা; যাঁদের শ্রমেঘামে আমাদের জীবন মসৃণ হয় সেইসব অতি দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষেরা দলে দলে পায়ে হেঁটে হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে ঘরে ফিরছেন; রেললাইনে, রাস্তাতে, জঙ্গলে মরে গেছে কতজন, কেউ তার হিসাব রাখেননি। রেলস্টেশনে মৃত মায়ের স্তন্যপান করছে শিশু-এমন দৃশ্যও দেখতে হয়েছে আমাদের। অন্যদিকে মানুষ এও দেখেছেন করোনা প্রশমনের নামে দেশের শাসকদের অবিবেচক হাস্যাস্পদ কুসংস্কারাচ্ছন্ন পদক্ষেপ। হাসপাতালে অক্সিজেনের অভাবে দমবন্ধ মানুষ। গঙ্গার তীরে সারি সারি হিসাব বহির্ভূত চিতা ও সৎকার

না হওয়া গণলাশ। আর তারই আবহে অযোধ্যার বিতর্কিত উপাসনালয়ে সাক্ষাৎ শাসকের হাত দিয়েই রামমন্দির প্রতিষ্ঠার পূজন। করোনা আবহে ভেঙে পড়েছে দেশের অর্থনীতি। কোটি কোটি মানুষ কাজ হারিয়েছেন। মূল্যবৃদ্ধি আকাশ ছুঁয়েছে। মানুষের বেঁচে থাকা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। আর কতিপয় ধনকুবের দেশের ধন লোপাট করে পালাচ্ছেন বিদেশে। কতিপয় ধনকুবের দেশের অর্থনীতির আশি শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছেন। অপরদিকে দেশের শাসকগণ গণতন্ত্রকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একের পর এক জনবিরোধী বিল পাশ করিয়ে চলেছেন এবং জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলিকে একে একে বন্ধ করে দিচ্ছেন। দীর্ঘকালের আন্দোলনের ফসল হিসেবে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলিকে তুলে দেওয়া হচ্ছে সেই কতিপয় কুবেরেরই হাতে।

এইসবেরই ধারাবাহিকতায় নির্বাচিত লোকসভাকে পাশ কাটিয়ে প্রয়োগ করা হচ্ছে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০। এই শিক্ষানীতি প্রণয়নে শিক্ষকসমাজ ও বিশেষজ্ঞদের মতামতের তোয়াক্কা করা হয়নি। শিক্ষানীতি ২০২০-এর মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা সহ দেশের বিদ্যাচর্চার মৌল দিকটিকে গুরুত্বহীন করে দিয়ে একটি বিশেষ ধর্মীয় রাজনৈতিক রঙে চোবানোর প্রচেষ্টা জারি হয়েছে। প্রায় জোর করেই প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানো হচ্ছে। সিলেবাসে ঢোকানো হচ্ছে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার। শিক্ষার যাবতীয় দায়ভার সরকার কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে বাজারের হাতে তুলে দিচ্ছে। সমগ্র শিক্ষাদানের পরীক্ষিত ও সুফলদায়ী প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়াটিকে অর্থাৎ শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিকতাকে অস্বীকার করে জ্ঞানার্জনের মতো একটি উভমুখী ও হাতেকলমে শেখার জগতটিকে নস্যাৎ করে সমস্ত দিক থেকে বিপদসংকুল অনলাইন করার চেষ্টা চলছে। উস্কানি পাচ্ছে শিক্ষাব্যবসায়ীর দল। এভাবে বিদ্যাসত্রের যাবতীয় প্রকরণগুলি পরিচালনার দায় অস্বীকার করে তাকে তুলে দেওয়া হচ্ছে বাজারের পাতে। এসবই চলেছে অতিমারির ভয়ংকর দিনগুলিতে, যাতে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে না ওঠে। খুব স্বাভাবিক কারণে কেউ যদি এই প্রশ্ন তোলেন যে, করোনা একটি বাহানার নাম, তা কি খুব ভুল বলে মনে হবে?

কলেজের বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকার শুভেচ্ছা বার্তায় এইসব জটিল দুরভিসন্ধির কথা বলা কতদূর সঙ্গত সে প্রশ্ন যদি ওঠে তাহলে বলব, বাঁধা বুলি শেখানোরপরিবর্তে প্রশ্ন করতে শেখানোটাই গুরুকুলের প্রধান দায়িত্ব। আমাদের পূর্বজ উদয়ন পণ্ডিতরা যে পথে হেঁটে প্রকৃত শিক্ষকের আদর্শমান গড়ে তুলেছেন, আমরা কি সেই আদর্শ বা স্বধর্ম থেকে চ্যুত হব? পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আমরা কি কিছুই ভাববো না?

ভারত বিভিন্নতার দেশ। এর মধ্যেই তার ঐক্য সাধনা। হাজার ফুল ফুটুক - বহু রঙের বিভিন্ন জাতের। তবেই বাগানের শোভা। সুন্দর তখনই এসে ধরা দেয়। 'ধনধান্য' বহু পুষ্পে ভরে উঠুক।

নারী হেনস্থা

অমির সহেল সর্দার
বি. এস. সি., জেনারেল, প্রথম সেম

মেয়েটির বয়স পনেরো কি ষোলো,
হাটুর উপরে ওঠা একটি ফ্রক কালো হলুদে।
পিছনে সেপ্টিপিন বাঁধা বুকে লম্বা ঝালর।
লোকের ভিড়ে সে যায় না কখনো।
জানেনা সে হয়েছে কতো বড়ো,
জানে শুধু রাস্তার ধারে
হিংস্র কুকুর শেয়ালগুলো ছোঁ পেতে রয়।
চায়ের দোকানে চলে আড্ডা তার সাথে নোংরা ছবি।
তাকে দেখলেই ডাকে—
এই মেয়ে নাচ দেখাবি! গান দেবো ‘লে ফটো লে’
আয় আয় না পয়সা দেবো, খেতে দেবো, আদর করবো।
সেই ভয়ে মেয়েটি পাড়ার পিছনে।

পাখা

অমির সহেল সর্দার
বি. এস. সি. জেনারেল, প্রথম সেম

মাথার উপর পাখা আছে
বলতে সেটা ভুল
সারাদিন যে পায়না হাওয়া
মাথায় বড়ো চুল।
পাখা না পাখার প্রেতচ্ছায়া
রাত হলে আর দেয়না হাওয়া।
বাঁশের নীচে ঝুলে আছে
এক মস্ত বড়ো স্তব্ধ পাখা।
যদিও ডানা তিনটে তার
ঘুরতে দেখিনি একটিও বার।

নিলয়

শ্রীমনা বিশ্বাস
ইংরেজি অনার্স, প্রথম সেম

সামনে সরস্বতী পুজোয় পাড়ার মন্ডপে পুজো হবে সবাই নিজের নিজের পুস্তক ঠাকুরের কাছে জমা দেবে নিজেদের বিদ্যা বাড়ানোর জন্য। কিন্তু নীলুর তাতে কি যার পড়াশোনায় মনই বসেনি কোনো কালে তার পুস্তকে কি বীণাপানি বিদ্যা দেবে কখনও।

নীলুর ভালো নাম নিলয় মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান, বাবা এক সরকারি অফিসে কাজ করে মা ঘরবার সামলায় ইংরেজিতে যাকে বলে Hows Wife নীলুর পরিবার বলতে মা, বাবা, আর তার ছোট বোন নীলিমা। নীলিমা এখন ক্লাস ফাইভে পড়ে আর নিলয় ক্লাস টেন।

নীলিমা খুব মেধাবী প্রতি বছরই ফাস্ট হয় আর অন্যদিকে নীলু কোনো রকমে টেনে পড়ে পাশ করতে পারলে বাঁচে। ঠাকুমা বেঁচে থাকতে প্রায়ই সদুকে বলতেন। ছাড়তো দেখি বৌমা ব্যাটাছেলে মানুষ অমন ডানপিটে তো একটু হবেই। সদু অর্থাৎ সৌদামিনি নীলু আর নীলিমার মা আর পরেশনাথের স্ত্রী।

সদু কখনও পড়াশোনা করার জন্য দুই ছেলেমেয়েকেই চাপ দেয়নি বলেওনি কিছু কখনোও তবে বাবা বলে দেখ নীলু ভালো করে পড়াশোনা কর বুঝলে বড় হয়ে ভালো একটা চাকরি বাকরি পেতে হবে তো নাকি নাহলে তো আর কপালে ভাত জুটবে না সারাজীবন তো আর আমরা থাকব না তোমাদের জন্য।

ঘরের এককোনে বাস এসব দিনের কথা ভাবছিল নীলু থুরি বছর পনেরো-এর নিলয়। মা-বাবা ছেড়ে গেছে বহুদিন হল। ছাট বোনেরও বিয়ে হয়ে সংসার হয়েছে। একটা ভালো চাকরিও করে সে ছেলেপুলেও হয়েছে বেশ সুখেই আছে সে। আর অন্যদিকে বছর পঞ্চাশ এর যুবক নিলয় এখনও ব্যাচেলার। বাবা যেদিন ট্রেন দুঘটনায় মারা গেলেন সেদিন থেকে সংসারের সমস্ত দায়ভার নিজের 'কাঁধে তুলে নিয়ে মাত্র ১৫ তেই সে যে হয়ে উঠেছিল একজন প্রাপ্তমনস্ক মানুষ।

অচীন পাখি

শিবম মন্ডল
ইংরেজি অনার্স, প্রথম সেম

মন পিঞ্জরে ডানা ঝাপটায়
স্বর্গের হাতছানি,
নিজের সাথেই অচীন পাখির
এ কেমন বেইমানি ?

শুধুমাত্র মুক্তির আশায়
পাখি হয় যে ভবঘুরে,
পরকালের অচীন পাখি
আসে এই ধরায় উড়ে।

অদ্ভুত সে এক অচীন পাখি
নয় সাধারন টিয়া, বাবুই, ময়না,
চুরাশি লক্ষ জন্ম লয়েও
তবু তার মুক্তি হয় না।

দুঃখ যে তার নিত্যসঙ্গী
অচীন দেশে পাখি ঘর,
দয়াল-ই তার পরম আপন
আর তো সবই পর।

চিরকাল-ই একা পাখি
পাখির কেহ নাই
ঈশ্বরের কাছে পাখি
অকাল মৃত্যু চায়।

হাজার চেষ্টা করেও
তারে যায় না তবু ধরা,
অচীন পাখির এ কেমন ছলনা ?

এ কেমনতর মশকরা ?
অচীন পাখি চিরদুঃখী
পাখি ফেলে চোখের জল,
তাঁর কর্মের দোহায়ে জীবন চলে
সবই পাপপুন্যের ফল,

মোহ শিকলে পাখি বাঁধা পরে
কেমনে সে আর ওড়ে ?
কঠিন সে এক মায়ার খাঁচায়
পাখি ধরপড়িয়ে মরে।

মায়ার খাঁচায় সেই অচীন পাখি
শতদুঃখ পায়,
শেষ জীবনে কৃষ্ণ নামে
পাখি মুক্ত হয়।।

AT LAST

Sahin Aktar Molla
ইংরেজি অনার্স, থার্ড সেম

The worm eats slowly the calm heart of the poet
the blue and black scars on the forehead were caught in the scene
and the faded world in the eyelids
The upcoming spring day becomes more pale
the crow sounds, the cricket calls in the early morning,
All the tastes are salty salty on his tongue
Finally darkness comes down.

The Light, Supernatural

Bidisha Pramanik
দর্শন অনার্স, তৃতীয় সেম

The Darkest Earth becomes bright,
When the Sun Dotharnise,
With awakening light.
All the stains and stigmas,
Vanish with a twinkle
of an eye,
All the disaster and dismal tidings,
Say good bye.
The inner most soul becomes holiest,
When the beam of summum
Bonum blest.
Within the heart all the entrails,
Illuminated with dikine the trails,
Like the frgrrant flowers of the
heaven,
A Meagre being like me ar you even.

মা

বিদিশা প্রামাণিক
দর্শন অনার্স, তৃতীয় সেম

আমাদের সবার সেরা মা,
মায়ের হয় না তুলনা,
জীবনের প্রথম আলোর রশ্মি দেখায় মা।
একথা কখনও ভুলবো না।
আমরা মায়ের ভবিষ্যৎ,
থাকবো আমরা সৎ
আমাদের জীবনের একটাই সাধ
মাথার উপর থাকে যেন
মায়ের আর্শীবাদ।।

প্রতিবেশী

স্বাগতা বিশ্বাস
ইতিহাস অনার্স, তৃতীয় সেম

প্রতিবেশী এমন এক প্রকারের প্রাণি
যাদের সম্বন্ধে আমরা সবাই গভীরভাবে জানি।

প্রতিবেশীর ভালো দিক খুবই ব্যতিক্রমী
তাদের অপার জ্ঞানভান্ডার, তারা সর্বজ্ঞানী

অপরের খুঁত ধরার জন্য তারা সদা তৎপর,
অদৃশ্য অগ্নিসংযোগে তারা নিপুনতম কারিগর

মুখমন্ডল আবৃত থাকে সর্বদা, অদৃশ্য মুখশে
কোনটা আসল রূপ, সহজে আসে না প্রকাশে।

প্রয়োজনের সময়ে যাদের মেলেনা সন্ধান,
আন্দরে সময়ে তারা, অন্দরমহলে বর্তমান।

প্রতিবেশী পরিবারে যদি, কোনো সন্দেহ বা রহস্যের গন্ধ পায়
ব্যোমকেশ বক্সীর শিষ্যরূপে তারা রহস্য উদঘাটনে যোগ দেয়

কোনো মুখোরোচক ঘটনা ঘটলে, বা রেজাল্টের দিন যখন আসে
পরম আত্মীয় রূপে তখন তারা একে অপরের পাশে।

প্রতিবেশী নামক প্রাণিটি, অতীব সুযোগ সন্ধানী,
অধিকাংশ প্রতিবেশী সর্বক্ষণ চায় অপরের ক্ষতি ও সম্মানহানী

সকলে একই হলে কি, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে?
তাই কিছু কিছু প্রতিবেশী আলাদাও হয়ে থাকে।

নগ্ন

ভাস্কর দেবনাথ
বি.এস.সি প্রথম সেম

পোষাক পরিনি—
তাই আমি নগ্ন।
পোষাক পরেছ তুমি
তবু নগ্নতায় মগ্ন।
নগ্ন বলে উঠবে আঙুল,
শালীনতা বিঘ্ন হয় পাছে।
হিসাব আছে?
কত সতী নারী নগ্ন হয়েছে,
ভদ্র পোষাক ধারীর কাছে?
চার বছরের শিশু যেথা ধর্ষিতা হয়,
বিলাসিতা সেথা পোষাক পরিধান।
মুষ্যত্ব নগ্ন যেখানে
সেখানে লজ্জা ঢাকার কিবা আছে দাম!
নগ্ন থাকতে চাই আমি
ঢেকোনা আমায় পোষাকের অন্তরালে।
ততদিন, যতদিন অবধি
পোষাকের পিছে নগ্নতা বেচা-কেনা চলে।
উত্তর দাও—গুণিজন
উত্তর দাও আজ
নগ্নকে? পোষাক হীন আমি, নাকি—
পোষাক পরা পোষাকী সমাজ!

সব ছেলেরা চাকরি পায় না

অন্তিম বিশ্বাস
বাংলা অনার্স, ষষ্ঠ সেম

কিছু ছেলে রিক্সা চালায় শহর তলির হাঁটে।
কিছু ছেলে একশো দিনের কাজে মাটি কাটে।।
কিছু ছেলে করছে মাঠে দিন মজুরের কাজ।
কিছু ছেলে পরিশ্রম করেও সফল হয়নি আজ।
কিছু ছেলে রাস্তার ধারে আজও বাদাম ভাজে।
কিছু ছেলে কারখানাতে ব্যস্ত নানান কাজে।।
আমরা জানি এইসব ছেলে চাকরি পায়নি আজ।
তাই তারা করছে দেখো দিন মজুরের কাজ।।
এইসব ছেলের চোখে মুখে ফুটবে হাসি কবে।
তাদেরও কি এমনি করে মানিয়ে নিতে হবে।।

ছাত্র জীবন

অন্তিম বিশ্বাস
বাংলা অনার্স, ষষ্ঠ সেম

আমরা সকলেই ছাত্র জীবন সম্পর্কে কম-বেশি অবগত। কেননা আমরা সকলেই ছাত্র জীবনে রয়েছি, আবার অনেকেই ছাত্র জীবনকে পিছু ফেলে এসেছে। আমরা যখন ছোট ছিলাম মানে স্কুল জীবনে ছিলাম তখন ভাবতাম স্কুল যাবো, টিউশন যাবো আর বিকেল হলেই খেলা করবো। কিন্তু এখনকার দিনে বিকেলে মাঠে গিয়ে খেলা প্রায় অপ্রত্যাশিত। কারণ এখনকার দিনে খেলার উপযুক্ত মাঠ, খেলার সরঞ্জামও আছে কিন্তু খেলার জন্য যেটা খুবই প্রয়োজনীয়, 'খেলোয়াড়' সেটা বিলুপ্তির পথে। আমরা এতক্ষণ ছাত্র জীবনের কুড়েমি একটু জানলাম, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ভাবে মনে হয় ছাত্র জীবনে পারিপার্শ্বিক চাপও হয়তো কম না। অনেকের কাছ থেকে নিজের সম্পর্কে নিন্দনীয় কথা উপহার পাওয়া যায় এই ছাত্র জীবনে, আবার অনেকের সফল হওয়ার গল্পও। কিন্তু সাফল্য অর্জন করা আর সফল হওয়া এক নয়। সুবিধা পেলে অনেকেই সফল হতে পারে, অনেককে জোর করে সফল বানানো হয়। কিন্তু আমার মতে যে নিজের চেষ্টা আর পরিশ্রম দিয়ে সফল হয়—সেই প্রকৃত সাফল্য অর্জন করে। আগে উল্লিখিত ওই উপহার দেওয়া ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে আমার বন্ধুদের মুখে সব সময়ই শুনতে পায় কথাটি যে— 'তেনা মেরে কারোর কাছে ভালো হওয়ার চেয়ে, উচিত কথা বলে বেয়াদব হওয়া অনেক ভালো কিন্তু আমি বন্ধুদের বলি জবাব সময় দেবে। যখন দেখবে তুমি কথা হজম করতে শিখে গেছো, জানবে তুমি বাঁচতে শিখে গেছো।

কিন্তু কি বলেন তো—আজ শিক্ষিত মানুষের অভাব নেই, কিন্তু শিক্ষিত, বিবেকের খুবই অভাব। সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও একথা মাথায় রাখতে হবে—'হেরে গেলে জেতা সম্ভব কিন্তু হারিয়ে গেলে ফিরে আসা সম্ভব নয়'। তবে মানুষ হিসেবে বড়ো হতে গেলে হারাটা জরুরি। একটা সময় এসে প্রত্যেকটা মানুষই পাল্টে যায় কেউ অবহেলায় কেউবা আবার নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার নেশায়।। আপনি ছাত্র জীবনে অনেক মানুষই দেখে থাকবেন তারা সকলেই চেনা কিন্তু তাদের রূপগুলো অচেনা। জীবনের সব কঠিন রাস্তা পার করেও একজন অসাফল্য ব্যক্তির কাছে অপমানের উত্তর হয় 'নীরবতা'।

ছাত্রজীবন সম্পকে ব্যক্তিগত কিছু অভিমত আমি প্রকাশ করলাম। তবে ব্যক্তিভেদে এর বদল ঘটতেই পারে এর জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। অনেকদিন আগে এক স্বনাম ধন্যের লেখা পড়েছিলাম যা এই কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কিত।

Survival of life

Mouli Biswas
ইংরেজি অনার্স, তৃতীয় সেম

A man who cost in the denest
Never through to baew again in his lively
Concert
Hopeles makes him buck against his life.
But Something makes beleief in him to thrive.

It is very for away to reach his need
But he dosen of know whether it is his greed
Someone spells him out about his fate
Always my to follow his helping gait

Looking up the storny sky at night.
We realizes what to do or not in his sight
The stars give him the boost to go ahead
This belief works great like a camels
suiding bade.

Searching the right way gainning
by the experience
He should never mis use the chance of
getting the an hance,
with all he shall go through this context
Then so he must get a new life a phoenix

অন্যের তরে বাঁচো

অর্ণবী বিশ্বাস
বাংলা অনার্স, তৃতীয় সেম

জন্ম লইয়াই তুমি মানুষ
তবে পূর্ন মানুষ নও
কেহ যদি তোমার প্রণয়ভোগী না হয়
তবে তুমি কীসের মানুষ?
বৃথা তোমার এই মনুষ্যজন্ম!
প্রস্ফুটিও করো হৃদয়, বিকশিত করো মন
বাঁচো অন্যের তরে—
পুষ্প যেমন আপনার লইয়া নয়, ঘ্রাণগ্রহনকর্তার লইয়া
তেমনি তুমিও অন্যের জন্য বিকশিত, প্রস্ফুটিত
সকলেই সকলের তরে
বাঁচো অন্যের তরে।।

আশা

পূজা পাল
দর্শন অনার্স, তৃতীয় সেম

শতাব্দীর বুক থেকে
ভেসে আসে প্রতিধ্বনি,

যেখানে আকাশ হয়েছে নীল
বাতাসে ছিল ভালোবাসার বানী।
নদীতে ছিল সিগ্ধ স্রোত ধারা
মনেতে ছিল অনাবিল শান্তি,
কর্মেতে ছিল বেজায় দীপ্ত তেজ
ঘর্মেতে ছিল না ভাবনার অকাতর ক্লান্তি।

সবই গেল পলকে ঝলকে
মানুষ আজ ঘরবন্দি,
মুঠোফোন শুধু সামনে ধরে
ভালো থাকার এক নতুন ফন্দি।
সুস্থ পৃথিবী দেখার আশায়
এক প্রজন্ম কতনা অপেক্ষায়
হবে এই অপেক্ষার অবসান
সারা বিশ্ব হবে শান্তির বাসস্থান।

নিয়তি

দীপ মন্ডল
বাংলা অনার্স, তৃতীয় সেম

স্বপ্ন গুলো শুধু স্বপ্ন রয়ে যায় নীল আকাশের
ডানার মতো।
আমি স্বপ্ন দেখি দু-চোখ মেলে
নীল সাগরের শশীর মতো,
আমি সমুদ্র প্রবাহ না,
আমি মানব প্রবাহ,
জীবন সাধ্যের সাধনা,
কেউ অনন্ত কাল পাই না,
এই শরীরে পেয়ে সীমা রাখা যায় না,
আমি সাদা 'থান' পরিবোনা
আমাকে সে ছাড়িবে না,
আমি অনন্ত কাল বাঁচিব না,
তুমি সে কথা জান না
তাইতো বিধির কাছে জীবন ভিক্ষা-
চাই না।

সত্যই বিলাসি জীবন

আরোপ খান
বাংলা অনার্স, তৃতীয় সেম

এই কারণে প্রিয় যে,
আমি বিলাসি নয়, বিলাসি বিনাশি
আমি তো মানব প্রেমি হতে চাই,
আমি তো চির পথের পথিক
আমার পথের অভিমুখ ফিরিয়ে দিস, বার শতবার,
বেদনা এলোও, জীবন বীনা ভাসছে আমার
মিনা সৌদা বাতাসে।
আমি ফিরছিনা সেই পথের বাঁকে
আমি ভাবি মানব সংসার ছেড়ে পালাতে পারলে
বাঁচি, কিন্তু পালাবার উপায় নেই আজি-
আমি বাঁচতে চাই বাঁচতে আমি রাজি
আমি লড়াই রেখে মৃত্যুতে লইবো নাকি আজি
জিতব আমি বাজি
এ মানব বন্ধন আর কিছু না,
এটাই জীবন সত্য হয়ে উঠুক আজি
আমি পালাতে নয় রাজি।

অনলাইন

গোপাল মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

রেললাইন বাসলাইন ট্রাম লাইন...
বিশ্বে কত আছে না জানি এরকম লাইন
না না এখন সবই যেন অনলাইন অনলাইন... !
অনলাইন বলতে পারো চলমান সক্রিয় সংযোগ
এমন এক মাধ্যম সর্বত্র মনোযোগ।

সারাদিনের এ যেন এক যোগাযোগ
মনে মত হোক বা নাই হোক।
সব কিছুতেই ঝোঁক।
যা পায় তাই চাই অনলাইন যাই দেখি অনলাইন...
সবেতেই অন একটু বেশি কিংবা কম
মনের মধ্যে অনেক ঝোঁক নেই উপভোগ।

হাসি-কান্না আশা আকাঙ্খার এক নতুন সংযোগ
চাটিং-ডেটিং মিটিং-মিছিল সেটিং... অনলাইন।
করোনা কালে এক নতুন সাইন।
সংস্কৃতির এক নতুন পরিবর্তন
অনলাইন সকলের প্রয়োজনীয় সংযোগ মাধ্যম।
কতটা পেশা না নেশা... অনলাইনে ভাষা।

আয়না

স্বাগতা বিশ্বাস
তৃতীয় সেম, ইতিহাস অনার্স

কোনোদিন, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছো নিজেকে, গভীরভাবে?
দেখবে, নিজেকে অন্যভাবে খুঁজে পাবে।

দেখবে, সে তোমার এমন এক প্রতিচ্ছবি পরিবেশিত করছে
নিজেকে আবিষ্কার করতে ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যাচ্ছে।

আয়না, যার সাথে কান্না, হাসি সব ভাগ করে নেওয়া যায়।
সে সর্বদা বাস্তব আর সত্যি দেখাবে, নিরাশ করবে না ভাই!

আয়না এমন এক পরখ মিত্র,
যে সর্বদা সঙ্গদেবে, বৈশাখ হোক বা চৈত্র।

আয়না কান্না থামায়,, হাসতে শেখায়
মনের মরীচিকায় পথ দেখায়।

আয়না কোনো প্রিয়জনের অনুভূতি জাগায়।
আয়না অশ্রুসিক্ত নয়নে রৌদ্র ওঠায়।

সময় নিয়ে, প্রশ্ন করবে তাকে!
উত্তর খুঁজে দেবে সে তোমার নিজের মধ্যে থেকে।

আয়না মন হালকা করার মাধ্যম।
নিরবে সে তোমার সমস্ত একান্ত কথা, করবে গোপন।

সময় পেলে, আরশিতে সাজসজ্জা বাদে!
খুঁজো নিজেকে, খুঁজে পাবে নতুনভাবে,
কেউ কেউ পরিবার রূপে, বিপদে আপদে সর্বদা পাশে দাঁড়ায়!
তাই তারা আত্মীয়ের ন্যায় সম্মান ও সঙ্গ পায়।

প্রতিবেশীদের মধ্যে যদি, একতা ও মিত্রতার সম্পর্ক যাকে,
সকল সংকট প্রতিহত করতে পারে তারা একসাথে।

মৌসুমী মণ্ডল, তৃতীয় সেম, ইংরেজি অনার্স।

রিয়া প্রামাণিক, বাংলা অনার্স, প্রথম সেম।

তৃষা ভৌমিক, ষষ্ঠ সেম, বাংলা অনার্স।

রিয়া প্রামাণিক, বাংলা অনার্স, প্রথম সেম।

কাজলি হালদার, পঞ্চম সেম, দর্শন অনার্স।

বিদিশা ঘোষ, তৃতীয় সেম।

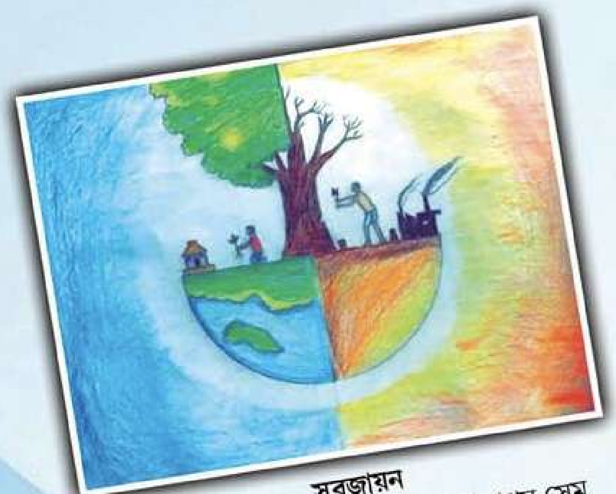

সবুজায়ন

দেবশরণ মণ্ডল, বি.এ. জেনারেল, প্রথম সেম

পর্ণা দাস, ইংরেজি অনার্স, প্রথম সেম

বৃষ্টি মণ্ডল, তৃতীয় সেম, ইংরেজি অনার্স।

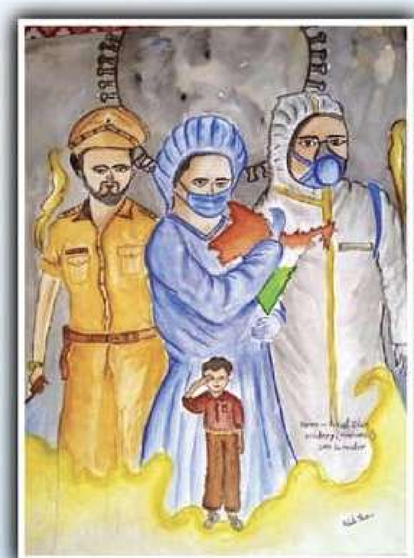

সৃজিতা রায়, প্রথম সেম, ইংরেজি অনার্স।

ISBN (International Standard Book Number) in Book

Dr. Haridas Biswas
Assistant Professor in Dept. of Mathematics

The International Standard Book Number (ISBN) is a numeric book identifier which is unique. The Emeritus Professor Gordon Foster of statistics at Trinity college created nine digit commercial book identifier system for booksellers and WHSmith (Book Company) and others in 1965. The ISBN identification format was conceived in 1967 in the United Kingdom by Devid Whitaker (also called the father of the ISBN) and in 1968 in the United State by Emery Koltay. The 10-digit ISBN format was developed by the **International Organization for Standardization** (ISO) and was published in 1970 but the United Kingdom continued to use the nine digit code until 1974.

The 10 digit code assigned by the publisher up to the end of December 2006 whereas the **first part** indicates the area or language, country (e.g. **English**-0/1, **French**-2, **German**-3, **Japan**-4, **China**-7, **Brazil**-65/85, **India**-81/93, Norway-82, **Poland**-83, **Spain**-84, **Italy**-88, **Netherland**-90/94, **Sweden**-91, **Iran**-600, **Indonesia**-602/979, **Saudi Arabia**-603/9960, **Vietnam**-604, **Turkey**-605/625/975/9944, **Greece**-618/960, **Philippines**-621/971, **Iran**-622/964, **Indonesia**-623, **Sri Lanka**-624/655, **Taiwan**-957/986, **Hong Kong**-962/988, **Israel**-965, **Pakistan**-969, **Singapore**-981/9971, **Bangladesh**-984, Afghanistan-9936, Nepal-9937/99933/99946, **Bhutan**-99936/99980, etc.), the **second part** indicates publisher (e.g Oxford University Press), the **third part** indicates book number assigned by the publisher. The **Final part** (Last digit) indicates the check digit (Note that in the check digit (or final digit) be '10' then the symbol is used 'X').

Check digit calculate for ISBN 10-digits (Rule of Check Digit):

1. **Step :** Multiplying first nine digits of ISBN by 10,9,8,7,6,5,4,3 and 2 respectively.
2. **Step :** Sum of the nine products
3. **Step :** Find the remainder when this sum is divided by 11.
4. **Step :** Subtract the remainder from 11 to determine the check digit.

Example-1: Find the Check digit of ISBN 81-7525-766-?

ISBN	8	1	7	5	2	5	7	6	6	
Weight	10	9	8	7	6	5	4	3	2	
Products	80	9	56	35	12	25	28	18	12	**Total Sum =275**

```
11 | 275 | 25
   | 22  |
      55
      55
       0
```

Check digit = 0 (Remainder)

Therefore the check digit = 0
81-7525-766-0

Example 2: Find the Check digit of ISBN 0-61-826941-?

ISBN	0	6	1	8	2	6	9	4	1	
Weight	10	9	8	7	6	5	4	3	2	
Products	0	54	8	56	12	30	36	12	2	**Total Sum =210**

```
11|210|17
  |11 |
   100
    99
     1
```

Check digit

1+...10... = 11

Therefore the check digit = 10 ('10' the symbol is use 'X'

0-07-138993-X

History of 13-digit ISBN :

On January 1, 2007 the ISBN system switched to the 13-digit format. The first leftmost element, of an ISBN, apart from the designator "ISBN-13", is the three digit prefix elements which are 978 and 979. It is always three characters long. This element is effect makes an ISBN into the Universal Product Code Known as an **EAN (European Article Number).**

Check digit calculate for ISBN 13-digits :

The last digit of ISBN-13 is check digit, i.e., 13-th digit is the check digit. The calculation of ISBN-13 digits is alternatively **multiplied by 1or 3**, those products are summed "**modulo 10"** to give a value ranging from 0 to 9 which is remainder and subtracting this remainder from 10 then this value will be checked digit. To discuss about this image, it is divided into four parts that the first part (978) is called **EAN (European Article Number)**, the second part represents **country or language (1)**, the third part represents **Publisher (78280)**, forth part represents **book number (808)** assigned by the publisher and the final part is **check digit (4).**

Example-3: Find the Check digit of ISBN 978-1-78280-808-?

ISBN	9	7	8	1	7	8	2	8	0	8	0	8	
Weight	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	
Products	9	21	8	3	7	24	2	24	0	24	0	24	**Total Sum =210**

```
10|146|14
  |10 |
   46
   40
    6
```

Check digit

10-6=4(or 6+..4..=10)

Therefore the check digit = 4

978-1-78280-808-4

Uses of ISBN :

The ISBN is unique digit numbers and it is used basically a product identifier by publishers, booksellers, internet retailers, libraries and other supply chain participants for ordering, listing, sales records and stock control purposes etc.

TEACHING STAFF

FACULTY OF ARTS

DEPARTMENT OF BENGALI :

1. Dr. Sibsankar Pal (M.A, B.Ed., Ph.D.) Associate Professor & Officer-in-Charge
2. Dr. Nitish Ghosh (M.A, B.Ed., Ph.D.), Assistant Professor & Head of the Department
3. Dr. Shubhadip Debnath (M.A, M. Phil., Ph. D.) Assistant Professor

DEPARTMENT OF ENGLISH :

1. Dr. Saswata Kusari (M.A, Ph. D.), Assistant Professor & Head of the Department
2. Saidul Haque (M.A, M. Phil., Ph.D. pursuing), Assistant Professor

DEPARTMENT OF HISTORY :

1. Raghunath Roy (M.A, B.Ed.) Assistant Professor & Head of the Department
2. Gopal Mandal (M.A, B.Ed.), Assistant Professor
3. Pallabi Chatterjee (M.A, Ph.D. pursuing), Assistant Professor

DEPARTMENT OF PHILOSOPHY :

1. Liza Dutta (M.A, M. Phil., Ph.D. pursuing), Assistant Professor & Head of the Department
2. Md. Najir Hossain (M.A, B.Ed.), Assistant Professor
3. Priya Tudu (M.A, M. Phil., B.Ed.), Assistant Professor

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE :

1. Pritin Dutta (M.A, Ph.D pursuing), Assistant Professor & Head of the Department
2. Avijit Saha (M.A, M. Phil., B.Ed., PhD pursuing), Assistant Professor

FACULTY OF SCIENC

DEPARTMENT OF PHYSICS

1. Dr. Swarup Ranjan Sahoo (M.Sc., Ph.D.), Associate Professor & Head of the Department
2. Dr. Jyotirmoy Maiti (M.Sc., Ph.D.), Assistant Professor
3. Ajoy Mandal (M.Sc., Ph.D. pursuing), Assistant Professor
4. Dr. Sumit Kumar Das (M.Sc., Ph.D.), Assistant Professor

DEPARTMENT OF CHEMISTRY :

1. Dr. SK Basiruddin (M.Sc., Ph.D.), Assistant Professor & Head of the Department
2. Sanjoy Satpati (M.Sc., B.Ed., Ph.D. pursuing), Assistant Professor
3. Dr. Ramij Raja Mondal (M.Sc., Ph.D.), Assistant Professor
4. Susmita Chowdhury (M.Sc., Ph. D. pursuing), Assistant Professor

DEPARTMENT OF MATHEMATICS :

1. Dr. Supratim Mukherjee (M.Sc., B.Ed., Ph.D.), Assistant Professor & Head of the Department
2. Dr. Haridas Biswas (M.Sc., B.Ed., Ph.D.), Assistant Professor
3. Md. Abul Kashim Molla (M.Sc., B.Ed., Ph. D. pursuing), Assistant Professor

LIBRARIAN

Gouranga Mondal
(M.Sc. pursuing, M.Lib. & I.Sc., D.E1.Ed.)

NON-TEACHING STAFF

OFFICE STAFF :

1. Tridip Sinha (UDC)
2. Sagar Ghosh (LDC)
3. Sk Nasir (Group-D)
4. Maitra Sarder (Group-D)
5. Subrata Halder (DEO)
6. Debabrata Mondal (DEO)
7. Puspita Saha (DEO)

SECURITY GUARD :

1. Krishna Kanti Halder
2. Sankar Kumar Biswas
3. Sadhan Bairagya
4. Sarthak Dutta

KARMABANDHU :

1. Arpita Halder
2. Abdulla Sekh

ছাত্র-ছাত্রীদের ভ্যাকসিনেশান

কলেজ হোস্টেল

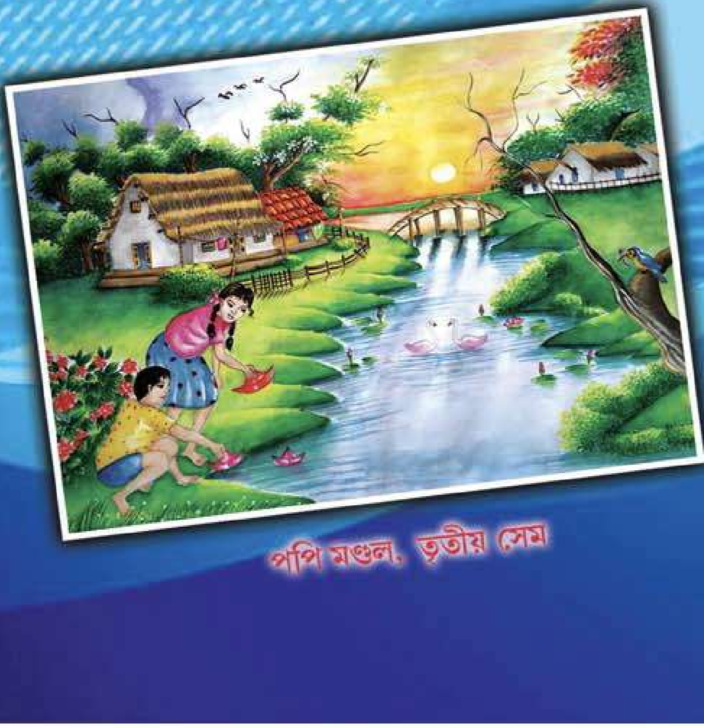

পপি মণ্ডল, তৃতীয় সেম

তেহট্ট সরকারি মহাবিদ্যালয়

ধনধান্য

বার্ষিক পত্রিকা ২০২১-২০২২

তেহট্ট সরকারি মহাবিদ্যালয়
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. শিবশংকর পাল কর্ত্তৃক সরকারি মহাবিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত
মুদ্রণে ঃ আর্ট প্রেস, রানাঘাট, নদিয়া ● মুঠোফোন ঃ ৯০৬৪৭৫৭২২১